

(গ) উহার অধীন গঠিত, বোর্ড অব রিজেটস ব্যতীত, অন্য কোন কমিটি বা কাউন্সিল, উহার গঠন বা কার্যপরিধি এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে এইরূপ অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত কমিটি বা কাউন্সিল এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে।

(৫) উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) এর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে বা উহার কোন অসুবিধা দূরীকরণ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া চ্যাসেলরের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি আদেশ দ্বারা এই আইন ও সংবিধির সহিত যতদূর সম্ভব সংগতি রাখিয়া যে কোন পদে নিয়োগ দান বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপ কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের অনুসারেই করা হইয়াছে।

তফসিল

[ধারা ৩৮(২) দ্রষ্টব্য]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে- সংজ্ঞা

- (ক) “আইন” অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৬ নং আইন);
- (খ) “ইনসিটিউট” অর্থ ইনসিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এঞ্জিলিচার (ইপসা), সালনা, গাজীপুর।
- (গ) “সিভিকেট”, “একাডেমিক কাউন্সিল”, “কর্তৃপক্ষ”, “অধ্যাপক”, “সহযোগী অধ্যাপক”, “সহকারী অধ্যাপক”, “প্রভাষক”, “কর্মকর্তা” ও “কর্মচারী”, অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

২। (১) তীন অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন। তীন

(২) অনুষদের অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ভাইস-চ্যাসেলর, সিভিকেটের অনুমোদনক্রমে, দুই বৎসর মেয়াদের জন্য তীন নিযুক্ত করিবেন।

(৩) কোন ডীন পর পর দুই মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অনুষদে একজন মাত্র অধ্যাপক থাকেন তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এই উপ-অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ডীনের পদ শূন্য হইলে ভাইস-চ্যাপেল ডীন পদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে কোন কমিটির যে কোন সভায় যে কোন ডীন উপস্থিতি থাকিতে এবং সভার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি এ কমিটির সদস্য না হইলে তাঁহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

বিভাগীয় প্রধান

৩। (১) প্রত্যেক শিক্ষা বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান থাকিবেন।

(২) বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ভাইস-চ্যাপেল দুই বৎসর মেয়াদের জন্য বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে কোন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে অন্য বিভাগ হইতে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) পর পর দুই মেয়াদের জন্য কোন ব্যক্তি বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে কেবল একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকেন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে এই উপ-অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) বিভাগীয় প্রধান সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যবস্থার নিয়ন্তা বিধান করিবেন এবং এই সকল ব্যাপারে তিনি ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

পরিচালক (গবেষণা)

৪। (১) ভাইস-চ্যাপেলের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিভিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৫। (১) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পত্তি শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (বহিরাংগন কার্যক্রম) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (বহিরাংগন কার্যক্রম) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৬। (১) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পত্তি শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃংখলা এবং শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৭। (১) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পত্তি শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য প্রষ্ঠার নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রষ্ঠারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৮। (১) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পত্তি শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রভোস্ট ভাইস-চ্যাপ্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৯। (১) ভাইস-চ্যাপ্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পত্তি শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য সহকারী প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২) সহকারী প্রভোস্ট প্রভোস্টের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনে প্রভোস্টকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।

(৩) সহকারী প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

সমানসূচক ডিগ্রী

১০। কোন ব্যক্তিকে সমানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিভিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিভিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যাপেলরের নিকট তাঁহার ছড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যাপেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সমানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা যাইবে।

বাছাই কমিটি

১১। (১) অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) ভাইস-চ্যাপেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষাবিদ;
- (গ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত সিভিকেটের একজন সদস্য;
- (ঘ) ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ (বিষয়ভিত্তিক) সদস্য;
- (ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

(২) সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) প্রো-ভাইস-চ্যাপেলর বা, একাধিকজন থাকিলে, জ্যেষ্ঠতম প্রো-ভাইস চ্যাপেলর যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত সিভিকেটের একজন সদস্য;
- (গ) ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ;
- (ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট অন্যদল ভৌন।

(৩) কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) ভাইস-চ্যাপেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) ট্রেজারার;
- (গ) যে পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে সেই পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ;

(ঘ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

(ঙ) ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন।

(৪) কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবিধি দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(৫) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উন্নতরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ পদে বহাল থাকিবেন:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকার বলে কোন সদস্য কেবল তাঁহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৬) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিভিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দান করিবে।

(৭) যদি বাছাই কমিটির সুপারিশের সহিত সিভিকেট একমত না হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি চ্যাপেলর সমীক্ষাপ্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) বাছাই কমিটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিভিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিভিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যাপেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনুর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে-

বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষকগণের দায়িত্ব

(ক) বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা;

(খ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(গ) বহিরাঙ্গন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) ছাত্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ দান ও ছাত্রদের পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা;

(চ) সিভিকেট ও ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

আর্থিক সুবিধা

১৩। (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর অপিত দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্থীকৃতিস্বরূপ অনার্জিত বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একসংগে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

আনুতোষিক

১৪। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন্ত পাঁচ বৎসর ক্ষিণ দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসরের চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

অবসর ভাতা

১৫। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যন্ত দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

সাধারণ ভবিষ্য
তহবিল

১৬। (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পূর্বে গঠিত ভবিষ্য
তহবিলের কার্যকারিতা
বিলোপ

১৭। এই সংবিধি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ইনসিটিউট কর্তৃক গঠিত কোন ভবিষ্য তহবিলের কার্যকারিতা এই সংবিধি প্রবর্তনের সংগে সংগে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উক্ত তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্ট
বোর্ড ও তহবিল
ব্যবস্থাপনা

১৮। (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অতঃপর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লেখিত, নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং উক্ত তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন নাই তাঁহারা, বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কোন সুবিধা বা মঙ্গলী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঙ্গলী লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথা:-

- (ক) ঘাট বৎসরের বেশি বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;
- (খ) সরকার কর্তৃক প্রেয়েণে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- (গ) খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- (ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;
- (ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ১%;
- (খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ১%;
- (গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%;
- (ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমষ্টিয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৫) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে; ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উভোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) ট্রেজারার প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিভিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৭) ট্রেজারার অর্ধ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সংগে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৮) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথা:-

- (ক) ভাইস-চ্যাপেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) সিভিকেট কর্তৃক মনোনীত সিভিকেটের একজন সদস্য;
- (গ) ভাইস-চ্যাপেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;
- (ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং
- (ঙ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৯) কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঙ্গুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঙ্গুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে; এবং ট্রাস্টি বোর্ড আইন, তদন্তীন প্রণীত অন্যান্য বিধান এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১০) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঙ্গুরী প্রদান করা যাইবে, যথা:-

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাঁহাকে, অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;
- (খ) চাকুরীর থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;
- (গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকুরী করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে;
- (ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে,-

- (অ) এইরূপ আর্থিক মঙ্গুরী অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;
- (আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঙ্গুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যেদিন তিনি উক্ত মঙ্গুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে।
- (ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঙ্গুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঙ্গুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাস্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্ট বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**কর্তৃপক্ষের সভার
কোরাম**

১৯। অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

সংবিধির ব্যাখ্যা

২০। এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিনিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যাম্পেলেরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে চ্যাম্পেলেরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।
